সৈয়দপুরে কৃষিতে সাফল্য

১। নতুন ফসল হিসেবে কফির চাষ সম্প্রসারণ। বাংলাদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ (২০০ শতক বা ৬ বিঘা) কফি বাগান স্থাপিত হয় সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়নে। বর্তমানে সৈয়দপুরে মোট কফি চাষের আওতায় এলাকা প্রায় ৪০০ শতক বা ১১ বিঘা।

২। উচ্চমূল্য এবং পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ড্রাগন ফলের বাগান স্থাপন এবং সম্প্রসারণ (৩৩০ শতক বা ১০ বিঘা)।

৩। পুষ্টি ও ঔষধী গুন সম্পন্ন ফসল মাশরুম উৎপাদন ও সম্প্রসারণ। এর অন্যতম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফাতেমা এন্টারপ্রাইজ ২ বারের মতো বঙ্গবন্ধু কৃষি পদক অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান যা হা/*-৩৪৫৬৭৮৯০-তিখানা, সৈয়দপুরে অবস্থিত। সেখানে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে মাশরুম উৎপাদন, মাশরুমের বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ করা হয় এবং এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ঔষধী গুন সম্পন্ন গ্যানোডার্মা মাশরুম উৎপাদনকারী হিসেবে প্রথম স্থানে রয়েছে।

৪। সময় ও খরচ কমিয়ে লাভজনক উৎপাদনের জন্য খামারযান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে ভর্তুকীতে ০৫টি কম্বাইন হারভেষ্টার ছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার, পাওয়ার স্প্রেয়ার, হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ফুটপাম্প, ময়েশ্চার মিটার, উইনোয়ার, উইডার ইত্যাদিসহ প্রায় ৪০০টি যন্ত্র বিতরণ।

৫। কৃষি প্রণোদনা/পুনর্বাসনের আওতায় শুধুমাত্র এক অর্থ বছরেই প্রায় ৫০০০ জন কৃষককে ধান, গম, ভূট্টা, সরিষা, সবজি, সূর্যমূখীসহ বিভিন্ন ফসলের উপর বীজ ও সার সহায়তা প্রদান কার্যক্রম সম্পাদন।

৬। প্রতি ইঞ্চি জায়গার ব্যবহারের জন্য করোনাকালীন সময়ে প্রায় ৫০০ জন কৃষককে সবজির বীজ এবং প্রায় ৫০০০ কৃষকের মাঝে ফলের চারা এবং প্রায় ১০০০ কৃষকের মাঝে ঔষধী চারা বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদন ।

৭। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মাটি পরীক্ষা করে ১০৪ জন কৃষকের মাঝে সার সুপারিশমালা কার্ড বিতরণ।

৮। তেলের আমদানী নির্ভরতা কমাতে নতুন ফসল হিসেবে সূর্যমূখীর আবাদ সম্প্রসারণ প্রায় ৩০ হেক্টর।

৯। করোনা কালীন সময়ে প্রায় ৫০০ জন কৃষি শ্রমিককে সৈয়দপুর উপজেলা হতে দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ।

১০। নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে নিরাপদ সবজি গ্রাম স্থাপন (সোনাখুলী হিন্দুপাড়া)।

১১। গুণগত মানের বীজ উৎপাদনের জন্য কৃষক পর্যায় ৬টি এসএমই ও ১০টি বীজ উৎপাদনকারী খামারদল গঠন করা হয়েছে যারা ডাল, তেল, মসলা এবং ধান, গম ও পাট নতুন ও উন্নত জাতের ও উন্নতমানের বীজ উৎপাদন করছে।

১২। কৃষকদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে দলবদ্ধভাবে কাজ করার লক্ষ্যে প্রায় ৬০টি কৃষক গ্রুপ গঠণ যেখানে প্রায় ২০০০ কৃষক সংগঠিত ভাবে কৃষি প্রযুক্তি প্রযুক্তি বাস্তবায়নে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

১৩। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ও উচ্চ ফলনশীল জাত সম্প্রসারণে বছরে প্রায় ১০০টি করে প্রদর্শনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

১৪। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তি বাস্তবায়নে বছরে প্রায় ২০০-৪০০ টি করে কৃষক গ্রুপ সমাবেশ সম্পাদন এবং প্রায় ২০-৩০ টি করে মাঠ দিবস সম্পাদন।

১৫। কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণের এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রায় ৫০০ জন কৃষক পরিবারের মাধ্যমে ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদন।

১৬। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫১টি গঠিত কৃষক গ্রুপের মাঝে ৯২ টি কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ।